KOLKATA INSTITUTE OF GRAPHOLOGY

182A, Rashbehari Avenue, Kolkata-700029

Call - (+91) 9331040170 / WhatsApp Only - (+91) 9830731760
Email - mbose.kig@gmail.com / kig.2002@yahoo.com

ক্লাসরুম

কলকাতা ইনস্টিটিউট অফ গ্রাফোলজি

হাতের লেখা দেখে মনুষ্য চরিত্রের অন্ধিসন্ধি এবং আরও কিছু রহস্য অনুসন্ধান করতে গেলে গ্রাফোলজি বিষয়টিতে পারদর্শী হতে হবে। সেই বিষয় লিখেছেন আমাদের প্রতিনিধি সৌমি পাল মণ্ডল

কলকাতা ইনস্টিটিউট অফ গ্রাফোলজি'র অধিকর্তা মোহন বোস

গ্রাফোলজি এই শব্দটি শুনলেই আমাদের মনে নানান প্রশ্নের সৃষ্টি হয়। গ্রাফোলজি এই শব্দটির বিশ্লেষণ করলে জানা যায় গ্রিক শব্দ Graphe-লেখা, Ology-বিশ্লেষণ। পৌরাণিককালে উদ্ভব এই গ্রাফোলজি নামক বিজ্ঞানটির। একটির মানুষের হাতের লেখার খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ করার পদ্ধতির নাম গ্রাফোলজি। পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে গ্রাফোলজি সরকার দ্বারা স্বীকৃত বিজ্ঞান। কিন্তু কয়েক বছর আগে পর্যন্তও আমাদের দেশে গ্রাফোলজির প্রচলন সেইরকমভাবে হয়নি। সাধারণ মানুষকে গ্রাফোলজি বিষয়টির সঙ্গে পরিচয় করানোর জন্য সর্বপ্রথম কলকাতায় গ্রাফোলজি নিয়ে চর্চা শুরু করেন বিখ্যাত গ্রাফোলজিস্ট মোহন বোস। তিনি বর্তমানে কলকাতা ইনস্টিটিউট অফ গ্রাফোলজির অধিকর্তা। তিনি কলকাতার নানান স্কুল কলেজে গ্রাফোলজি নিয়ে সেমিনার করেন। তাঁর একটাই লক্ষ্য গ্রাফোলজি সম্পর্কে মানুষকে অবগত করানো। এই লক্ষ্যকে বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য ২০০২ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন কলকাতা ইনস্টিটিউট অফ গ্রাফোলজি। বর্তমানে বহু মানুষ এই ইনস্টিটিউট সম্পর্কে জেনেছেন এবং এখানে তাঁরা নানান কোর্স করার জন্য আসছেন এবং এখান থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে তাঁরা নিজেরা গ্রাফোলজি নিয়ে নানান রিসার্চ চালিয়ে যাচ্ছেন।

গ্রাফোলজির উদ্ভব: গ্রাফোলজি এমন একটি বিষয় যার দ্বারা হাতের লেখা বিশ্লেষণ করা যায়। এই গ্রাফোলজি সাইকোলজিক্যাল ট্রাল-এর মধ্যে পড়ে। হাতের লেখা দেখে এই মানুষের চরিত্র এবং তার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে খুব স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। কলকাতা ইনস্টিটিউশন অফ গ্রাফোলজির অধিকর্তা মোহন বসু আমাদের জানালেন বহু বছর পূর্বে (আনুমানিক ২৩২৪ বছর) পৌরাণিককালে উদ্ভব এই Graphology বিষয়টির। সেই সময়কার দার্শনিক মাইকেল অ্যাঞ্জেলো, লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি প্রমুখ মস্তিষ্কের জটিলতার খুঁটিনাটি নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন। অ্যারিস্টটল সর্বপ্রথম লক্ষ্য করেন হাতের লেখার সঙ্গে মস্তিষ্কের সূত্র রয়েছে। সেই থেকে Graphology বিষয়টির যাত্রা শুরু। এর অনেক বছর পর (আনুমানিক ১৫০০-১৬০০ খ্রিঃ) বোলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বপ্রথম এই বিষয়টির উপর শিক্ষামূলক আলোচনা শুরু হয়। ১৫৩৩ সালে সর্বপ্রথম এর নামকরণ হয় Graphology। ১৬২১-২৩ খ্রিস্টাব্দে ইতালির একজন ডাক্তার এর উপর একটি রচনা করেন। যার নামকরণ হয় গ্রাফোলজি। এই গ্রাফোলজি সর্বপ্রথম বিজ্ঞান হিসাবে স্বীকৃতি পায় ১৮০০ শতকের শেষের দিকে। সেই সময় থেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এই গ্রাফোলজি বিষয়টি পড়ানো শুরু হয়। প্রাচীনকালে উদ্ভব এই গ্রাফোলজি বিষয়টি বর্তমানে ব্রিটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মানি, সুইজারল্যান্ড এবং ভারতে বিজ্ঞান হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে এই গ্রাফোলজি বিষয়টির উপর নির্ভর করে শিশুর মানসিক বিকাশ, ব্যক্তিত্বের বিকাশ, দুটি মানুষের মনের মিল, অফিসে নিয়োগ ইত্যাদি বিষয়গুলির বিশ্লেষণ করা হয়। কয়েক বছর আগে থেকে এই বিষয়টি মুম্বই, পুনে, দিল্লি এবং কলকাতায় খুব নিপুণতার সঙ্গে পড়ানো হয়। ২০০২ সালে কলকাতা ইনস্টিটিউট অফ গ্রাফোলজির প্রতিষ্ঠা হবার পর থেকে কলকাতায় ও গ্রাফোলজি নিয়ে নানান বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো শুরু হয়।

কলকাতা ইনস্টিটিউট অফ গ্রাফোলজির নানা কাজকর্ম: এই ইনস্টিটিউটে গ্রাফোলজি নামক বিজ্ঞানটির উপর নির্ভর করে হাতের লেখা বিশ্লেষণ করা হয়। এই হাতের লেখা দেখে গ্রাফোলজির মাধ্যমে একটি মানুষের চরিত্র ও তার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে খুব স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। এখানে নানা মনোবৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। গ্রাফোথেরাপির মাধ্যমে শিশুদের মনের বিকাশ সম্পর্কে জানা যায়। জীবনসঙ্গীর সঙ্গে নিজের মনের মিল কতটা সেটি বোঝা যায়, শিশুদের কাউন্সেলিংও হয়ে যায় গ্রাফোথেরাপির মাধ্যমে। একজন মানুষের হাতের লেখা বিশ্লেষণ করে তাকে তার সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথ দেখানো যায়, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মচারী নিয়োগের সময় গ্রাফোথেরাপি নানা ভাবে সাহায্য করে। মোহনবাবু এই গ্রাফোলজিকে পরীক্ষিত বিজ্ঞান বলেছেন। তিনি এও বলেছেন যে একটি মানুষের হাতের লেখার পরিবর্তনে তার মানসিক চিন্তাভাবনাও পরিবর্তন করা যায়। এই গ্রাফোলজি ইনস্টিটিউটের লক্ষ্য হল গ্রাফোলজিস্টদের সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা।

গ্রাফোলজি কোর্স: এই ইনস্টিটিউটে যে ধরনের কোর্স করানো হয় সেটি আন্তর্জাতিক স্তরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর। গ্রাফোলজি বিষয়টির দ্বারা মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করা হয়। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর প্রমাণ হয়েছে যে পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষের হাতের লেখার বিশ্লেষণ এই গ্রাফোলজির মাধ্যমে করা সম্ভব। এই ইনস্টিটিউটে গ্রাফোলজি কোর্সটি দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথমটি হল ফার্স্ট ডিগ্রি কোর্স। এই কোর্স শেষ হবার তিনমাস পরে অ্যাডভান্স কোর্স করানো হয়। দুটি কোর্সে সফলভাবে উত্তীর্ণ হবার পর ইনস্টিটিউট থেকে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়।

ফার্স্ট ডিগ্রি কোর্স: এই কোর্সে থিয়োরি এবং প্র্যাকটিক্যাল দুই ধরনের ক্লাস করানো হয়। থিয়োরি ক্লাসে গ্রাফোলজি বিষয়টিকে বিজ্ঞান হিসেবে গুরুত্ব দিয়ে পড়ানো হয়। প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে ওয়ার্কশপ হয়, যেখানে এই গ্রাফোলজির প্রয়োগ সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। মোট ৫২ ঘণ্টা সময় লাগে ফার্স্ট ডিগ্রি কোর্স শেষ করতে। তার মধ্যে ৬ টি রবিবার থিয়োরি ক্লাশ হয় ও ৮ টি প্র্যাকটিক্যাল ক্লাশ হয়।

কোর্সের বিষয়বস্তু:

1. Historical Development of Graphology.
2. Graphology an-empirical Science.
3. Complete fundamentals of Science of Graphology.
4. Science of writing, letters, Strokes and its meaning.
5. Analysing hand writing independently.

যোগ্যতা: উচ্চ মাধ্যমিক পাশ/আঠারো বছর বয়স/ইংরেজি ভাষা লেখাও পড়ার যোগ্যতা। বয়সের কোন পরিসীমা নেই।

Write the right way

Is your child inattentive, violent or depressed? Fret not, just check how he writes, tells graphologist **Mohan Bose**

Four-year-old Piyush (name changed) had no friends, had trouble keeping up in class and hardly spoke to anyone. His handwriting, too, was illegible. His mother tried many things to get her son out of his cocoon, but in vain. As a last resort, she brought Piyush to me for graphotherapy — correcting the handwriting after analysing it.

As days progressed, Piyush's handwriting improved and he finished his work on time. He is now friendlier, too. His teachers are amazed at his improvement.

With his debilitating shyness now a thing of the past, 16-year-old Piyush is a confident young boy, who plays tennis at the national level.

Nine –year-old Alvira (name changed) is a spritely girl, who loves to dance and watch television. But for a few months, her performance in school has markedly dropped. She scores low in math and her parents get frequent calls from her class teacher, since she pays no attention to whatever is taught in the class.

She suffers from writing disabilities and her handwriting is warped. Later, it was found out that she suffered from number-phobia and, hence, the disinterest in math.

Rohan (name changed) is all of eight years. He can never sit quietly at a place and picks up fights with most of his classmates. Rohan suffers from a deep sense of insecurity, since he is a witness to domestic violence. Both these children got cured through handwriting therapy. Sounds incredible? Yes, it does to the uninitiated. But handwriting therapy, or graphology, does have a considerable power to rectify almost all behavioral and psychological issues in both children and adults.

Remember your school teacher asking you to keep a minimum one finger gap between two words, or to maintain a proper and perfect left margin, or to cross your 'T's and dot your 'I's in a symmetry? She might have had a point in insisting on all those rules rigorously. Your handwriting might apparently look innocuous to the untrained eyes, but a graphologist, or plainly put, a handwriting expert, could detect almost all the traits of your personality from any of your random writing samples.

Handwriting is actually a mirror of one's conscious, sub-conscious and unconscious mind and the science of graphology deals exactly with analysing handwritings and detecting personality traits for an individual's benefit and growth.

A mere class work copy of a child can act as his mind's X-ray plate. It can narrate in details how the child is feeling in school, whether he is upset, in a bad friend circle, inattentive, suffering from loneliness or aggression, lacks concentration and other such common concerns.

Nowadays most parents want to make sure that their child makes a

Graphology to detect suicidal tendencies among students

soma basu

KOLKATA, 6 FEB: A graphology test done on time may prevent suicidal tendencies among schoolstudents and adults, say psychologists.

Graphology is the study of handwriting as an aid in diagnosis and tracking of diseases of the brain and nervous system. Though many have contested its success, several schools in the city are waking up to it and getting psychologists and graphologists to identify the "problem child" in the class.

Even teachers are being trained to study handwriting in a student's notebook and detect early signs of suicidal tendencies.

The city has witnessed several suicide cases in the past where a student killed himself for petty reason, like being chided in school/home, failing in examination or being spurned in a love affair.

According to the National Crime Records Bureau, West Bengal has the highest number of suicide victims accounting for 11.9 per cent in 2008 and 2009 and second highest in 2010.

"The reasons that may look petty are actually the trigger points. For a student who is disappointed and neglected at home for long, suddenly a slap from a teacher could trigger off thoughts of suicide," explains Mohan Bose, director of Kolkata Institute of Graphology in Rashbehari Avenue. Psychologists say that suicidal tendencies have mainly two phases: a long preparatory phase in which a person plans a suicide and the short-lived culmination point where the person commits suicide.

Another benchmark?

According to the National Crime Records Bureau, West Bengal has reported the highest number of suicide victims accounting for 11.9 per cent in 2008 and 2009 and second highest in 2010

If suicidal tendencies in a person is detected at the preparatory phase, he could be healed through counselling and therapy. A graphology test costs anywhere between Rs 1,000 to Rs 1,500 and if suicidal tendencies are found in any person, the institute offers therapy during which his handwriting pattern is changed and through counselling the person is made to look at the positive side of life.

"After every suicide, people discuss the reasons that triggered it but instead we need to look into the mental condition of the person," said Mr Bose.

He narrated a case where a 13-year-old girl, whose parents used to fight every night at home developed psychological and gynaecological problems. Due to this she scored less marks and her parents scolded her. She decided to commit suicide. But her friend, whose elder sister was a student at the institute, came to know of it. With regular counselling and therapy she gave up the idea of committing suicide, regained her self-confidence and her performance in school looked up.

Mr Bose said that role of parenting contributed to 90 per cent in shaping a child's psychology. A youth who jumped in front of a Metro train after a failed love affair may have developed a psychology or a habit of instant gratification, Mr Bose said. Maybe, his parents spoilt him by giving him everything the very moment he asked for it and due to this he doesn't know how to differentiate between "need" and "luxury", explains Mr Bose.

THE STATESMAN KOLKATA TUESDAY 7 FEBRUARY 2012

दैनिक भास्कर
city भास्कर
RAIPUR, THURSDAY, 28/05/2015

दवा नहीं हैंडराइटिंग से भी दूर होगी बीमारियां

ग्राफोलॉजी एक्सपर्ट मनोज बोस ने लोगों की राइटिंग को देखकर उनके अच्छे-बुरे पहलुओं को बताया

WRITING EFFECT

सिटी रिपोर्टर • जरा सोचिए हैंडराइटिंग में मामूली से बदलाव कर आपका ब्लड प्रेशर, शुगर, हाइपर टेंशन, गैस और डिप्रेशन जैसी सैकड़ों बीमारियां दूर हो सकती हैं। सुनकर यह बात अजीब लगती है। मगर आपको बता दें कि ये दुनिया का जाना-माना साइंस है। इस टेक्नीक को ग्राफोलॉजी कहते हैं। देश के मशहूर ग्राफोलॉजी एक्सपर्ट मनोज बोस ने भी बताया कि लिखने के तरीके से इंसान की लाइफ के अच्छे-बुरे पहलुओं के बारे में पता चलता है। इसमें बदलाव कर बहुत सी परेशानियों को दूर किया जा सकता है और हम ऐसा करते भी हैं। दैनिक भास्कर से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि लिखता हमारा दिमाग है, हाथ तो सिर्फ एक टूल की तरह काम करता है। यानि दिमाग में छुपी और भावी स्थिति हमारी हैंडराइटिंग में आ ही जाती है।

हमें हमेशा स्कूल में अक्षरों को एक ही तरह से लिखना सिखाया जाता है मगर हर इंसान एक अक्षर को अपने तरीके से बनाता है। उसका ये तरीका उसके दिमाग की उपज होती है। इसी को रीड करके और एनालिसिस करके उसे बताया जाता है। यही है ग्राफोलॉजी। इस तरह की थैरेपी में इंसान का सारा का सारा एनालिसिस बिल्कुल सटीक और सही होता है। हैंडराइटिंग के नकारात्मक पहलुओं को 4 महीने की ट्रेनिंग के बाद सुधार कर कोई भी नॉर्मल और हेल्दी लाइफ एंजॉय कर सकता है। मनोज घोष ग्राफोलॉजी के साइंटिस्ट हैं। कोलकाता में इंस्टीट्यूट ऑफ ग्राफोलॉजी में ये लोगों को भी इस साइंस के बारे में बताते हैं। प्रोफेशनल काउंसलर, पैरेंट्स और टीचर्स इस तकनीक को सीखकर और लोगों को इसका फायदा दे सकते हैं।

इन बीमारियों को कर सकते हैं दूर

इन दिनों लोगों में आम हो रही बीमारियां उनके डिस्टर्ब हो रहे दिमाग की ही देन है। हैंडराइटिंग भी उसी के हिसाब से बनती है। इस तकनीक में अक्षरों के लिखने के तरीके से एक्सपर्ट बता देते हैं कि शरीर और मन में क्या समस्या है। इससे एंगर, डिप्रेशन, कांस्टिपेशन, हाइपर एक्टिविटी, डायबिटीज जैसी तकलीफों को दूर किया जा सकता है।